সমকাল

তারিখ 23 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

নির্বাচনী সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার শুরু

■ সমকাল প্রতিবেদক

নির্বাচনী সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা সংস্কারের কাজ শুরু করেছে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ক্ষতিগ্রস্ত ৫৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারে ব্যয় হবে ১০ কোটি টাকা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) এবং মাদ্রাসা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ ভবনগুলোর সংস্কার করবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর (ইইডি)। ভবন সংস্কার বা নির্মাণকালে পাঠদান বন্ধ না রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের মাঠে বা পাশের কোনো টিনশেড বাড়ি ও কাচারি ঘরেও ক্লাস নিতে বলা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, 'কোনোভাবেই পড়ালেখা বন্ধ রেখে ভবন সংস্কার করা যাবে না। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে সংস্কার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট বরাদ্দ নিয়ে কাজ করতে অনেক সময় লেগে যাবে। আমরা সে জন্য অপেক্ষা না করে মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে সংস্কার শুরু করেছি। একটি পুরো ভবন তৈরিতে যদি ছয় মাস কিংবা এক বছর সময় লাগে এতদিন তো লেখাপড়া বন্ধ থাকবে না। ভবন পুনর্নির্মাণ করতে হলে স্কুলের পাশে টিনশেড ঘর তৈরি করেও পাঠদান চালু থাকবে।'

দুই মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৫৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৪৩টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮৭টি, মাদ্রাসা ২৬টি এবং কলেজ ১২টি। এসব প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনী ভোটকেন্দ্র ছিল। নির্বাচনী সহিংসতায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগের কারণে বই-খাতা, চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ, চক-ডাস্টার, শিক্ষা উপকরণ, প্রতিষ্ঠানের দলিল-দস্তাবেজ, কম্পিউটার ■ পৃষ্ঠা ১৭: কলাম ৪

নির্বাচনী সহিংসতায়

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পৃথক মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ১০ কোটি টাকা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার সমকালকে বলেন, 'বছরের একটি ক্লাসও যেন বাদ না যায়, সে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নির্বাচনী সহিংসতার আগুনে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশি ক্ষতি হয়েছে সেগুলোয় পুনর্নির্মাণ করা হবে। বিকল্প ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হবে। কোথাও দুই-তিন-চারটি করে কক্ষ পুড়েছে এমন বিদ্যালয়ের ভালো কক্ষগুলোয় দু'তিন শিফট করে ক্লাস নেওয়া যায় কি-না দেখা হচ্ছে।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সারাদেশে ৪৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আগুনে পুড়েছে। এসব স্কুল মেরামতে সরকারের খরচ হবে প্রায় ৭ কোটি টাকা। প্রাইমারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম থ্রি (পিইডিপি-৩) প্রকল্পে টাকা রয়েছে। ওই টাকা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল মেরামত করা শুরু হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তারা।